

ব্যাংকিং টার্মস ভিত্তিক ভাইভা প্রশ্ন ও উত্তর

আরও পিডিএফ পেতে ভিজিট করুন <https://viva.educativesite.com/> ওয়েবসাইট।

১. বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান নেতৃত্ব

বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান এফসিএমএ। তিনি ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গভর্নর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী এবং মুদ্রানীতি, ব্যাংক তদারকি, রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক স্থিতিশীলতার দায়িত্ব পালন করেন। ডেপুটি গভর্নররা ব্যাংক তদারকি, বৈদেশিক মুদ্রা, পেমেন্ট ব্যবস্থা ও প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা করেন। [বাংলাদেশ ব্যাংক](#)

২. মুদ্রানীতি জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৬

মুদ্রানীতি হলো মূল্যস্ফীতি, অর্থের সরবরাহ, সুদহার ও ঋণপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি। FY27-এর প্রথমার্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অব্যাহত রেখেছে। নীতি সুদহার ১০% রাখা হয়েছে; একই সঙ্গে উৎপাদনশীল খাতে ঋণ সরবরাহ অব্যাহত রাখার কথা বলা হয়েছে। [মুদ্রানীতি FY27](#)

৩. নীতি সুদহার ও সুদহার করিডর

নীতি সুদহার বা Repo Rate হলো যে হারে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদি অর্থ দেয়। বর্তমানে Policy Rate ১০%, SLF ১১.৫০%, SDF ৭.৫০% এবং Bank Rate ৪%। SLF-এর মাধ্যমে ব্যাংক জরুরি অর্থ নেয় এবং SDF-এর মাধ্যমে উদ্ধৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখে। এই সীমাগুলো মিলে Interest Rate Corridor তৈরি হয়। [বাংলাদেশ ব্যাংক](#)

৪. বাংলাদেশের বর্তমান মূল্যস্ফীতি

মূল্যস্ফীতি হলো পণ্য ও সেবার সাধারণ মূল্যস্তরের ধারাবাহিক বৃদ্ধি। জুন ২০২৬-এ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি ছিল প্রায় ৯.১৬%। খাদ্য, জ্বালানি, পরিবহন ব্যয়, টাকার অবমূল্যায়ন, সরবরাহঘাটতি ও বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা মূল্যস্ফীতির প্রধান কারণ। উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে মানুষের প্রকৃত আয় ও ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়।

৫. মুদ্রা ও ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা

FY27-এর জন্য Broad Money বা M2 প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য প্রায় ১৩% এবং বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য প্রায় ৮%। সরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি তুলনামূলক বেশি ধরা হয়েছে। মুদ্রা ও ঋণ দ্রুত বাড়লে মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে; আবার খুব কম বাড়লে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৬. বিনিময় হার ব্যবস্থা

বাংলাদেশে ২০২৫ সাল থেকে অধিক নমনীয় Crawling Peg ধরনের বিনিময় হার ব্যবস্থা ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে টাকার হার ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। টাকার অবমূল্যায়নে রপ্তানি ও রেমিট্যান্স উৎসাহিত হতে পারে; তবে আমদানি, জ্বালানি ও উৎপাদন ব্যয় বেড়ে মূল্যস্ফীতি বাড়ে।

৭. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

রিজার্ভ হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে থাকা বৈদেশিক মুদ্রা, স্বর্ণ, SDR ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্পদ। এটি আমদানি ব্যয় মেটানো, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ এবং বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখতে ব্যবহৃত হয়। Gross Reserve ও IMF-এর BPM6 পদ্ধতিতে হিসাব করা ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ এক নয়। রিজার্ভ কত মাসের আমদানি ব্যয় মেটাতে পারে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

৮. রেমিট্যান্সের সাম্প্রতিক প্রবণতা

প্রবাসীরা বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে যে অর্থ পাঠান তাকে রেমিট্যান্স বলে। এটি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, গ্রামীণ অর্থনীতি, ভোগ ও বিনিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকিং চ্যানেলের প্রতিযোগিতামূলক বিনিময় হার, দ্রুত লেনদেন ও প্রগোদনা রেমিট্যান্স বাড়ায়। হুন্ডিতে অর্থ পাঠালে সরকার বৈদেশিক মুদ্রা পায় না।

৯. Balance of Payments

Balance of Payments বা BOP হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সঙ্গে বিশ্বের সব অর্থনৈতিক লেনদেনের হিসাব। এর প্রধান অংশ Current Account, Capital Account এবং Financial Account। আমদানি রপ্তানির চেয়ে বেশি হলে বাণিজ্যঘাটতি হয়। রেমিট্যান্স, বৈদেশিক ঋণ ও বিনিয়োগ এই ঘাটতি সামলাতে সাহায্য করে।

১০. ২০২৬–২৭ জাতীয় বাজেট

FY27 বাজেটের আকার প্রায় ৯.৩৮ ট্রিলিয়ন টাকা। জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ৬.৫%, মূল্যস্ফীতির সীমা ৭.৫% এবং বাজেট ঘাটতি প্রায় ২.৪৩ ট্রিলিয়ন টাকা বা জিডিপির ৩.৬%। ব্যাংকিং খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সরকারের ব্যাংকঋণ, কর সংস্কার, ভর্তুকি, উন্নয়ন ব্যয় ও বাজেট ঘাটতির অর্থায়ন। [Reuters](#)

১১. সরকার ও IMF-এর প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাসের পার্থক্য

সরকার FY27-এর জন্য ৬.৫% প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে; অন্যদিকে IMF তুলনামূলক কম প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে। সরকার সাধারণত কাঙ্ক্ষিত নীতিগত লক্ষ্য প্রকাশ করে, আর IMF বর্তমান বিনিয়োগ, উৎপাদন, ব্যাংকিং সংকট, মূল্যস্ফীতি ও বৈশ্বিক ঝুঁকি বিবেচনায় পূর্বাভাস দেয়। তাই দুই প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এক নাও হতে পারে।

১২. বাংলাদেশের নতুন IMF কর্মসূচি

বাংলাদেশ পূর্ববর্তী প্রায় ৫.৫ বিলিয়ন ডলারের IMF কর্মসূচি থেকে বেরিয়ে একটি নতুন ও পর্যায়ভিত্তিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করছে। আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে রাজস্ব বৃদ্ধি, ভর্তুকি যৌক্তিকীকরণ, বিনিময় হার নমনীয় করা, রিজার্ভ পুনর্গঠন ও ব্যাংকিং খাত সংস্কার। IMF-এর ঋণ রিজার্ভ বাড়ালেও এর সঙ্গে নীতিগত শর্ত থাকে। [Reuters](#)

১৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও শিল্প উৎপাদন পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশ ব্যাংক ৬০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে বন্ধ ও সমস্যাগ্রস্ত কারখানা, সেবা খাত, রপ্তানিমুখী শিল্প এবং কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য অর্থ রাখা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য উৎপাদন পুনরায় চালু, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ব্যবসায় আস্থা ফেরানো। [Reuters](#)

১৪. খেলাপি ঋণ বা NPL

নির্ধারিত সময়ে কিস্তি বা সুদ পরিশোধ না করা ঋণ নির্দিষ্ট সময় পর Non-Performing Loan বা NPL হিসেবে শ্রেণিকৃত হয়। দুর্বল ঋণ মূল্যায়ন, রাজনৈতিক প্রভাব, জালিয়াতি, অর্থ পাচার ও ব্যবসায়িক লোকসান NPL বৃদ্ধির কারণ। খেলাপি ঋণ বাড়লে ব্যাংকের আয়, মূলধন, তারল্য ও নতুন ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা কমে।

১৫. ব্যাংকিং খাতের মূলধন ঘাটতি

ব্যাংকের ঝুঁকির তুলনায় প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক মূলধন কম থাকলে মূলধন ঘাটতি সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত খেলাপি ঋণ, বড় প্রতিভিশন ঘাটতি ও লোকসান এর প্রধান কারণ। সমাধান হিসেবে নতুন মূলধন সংগ্রহ, খেলাপি ঋণ আদায়, সরকারি পুনঃমূলধনীকরণ, একীভূতকরণ এবং পরিচালন ব্যয় কমানো যায়।

১৬. তারল্যসংকট ও দেউলিয়াত্ব

তারল্যসংকটে ব্যাংকের সম্পদ থাকলেও তাৎক্ষণিক নগদ অর্থের ঘাটতি থাকে। Solvency Crisis-এ ব্যাংকের মোট দায় তার প্রকৃত সম্পদের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বল্পমেয়াদি সহায়তায় তারল্য সমস্যা সমাধান হতে পারে; কিন্তু দেউলিয়াত্ব মোকাবিলায় মূলধন বৃদ্ধি বা পুনর্গঠন প্রয়োজন।

১৭. দুর্বল ব্যাংক একীভূতকরণ

দুই বা ততোধিক ব্যাংক একত্র হয়ে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলে Merger বা Amalgamation হয়। এর উদ্দেশ্য পরিচালন ব্যয় কমানো, মূলধন ও তারল্য শক্তিশালী করা এবং আমানতকারীদের সুরক্ষা। তবে খারাপ ঋণ, কর্মী সমন্বয়, মালিকানা ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার সমন্বয় বড় চ্যালেঞ্জ।

১৮. Bank Resolution ব্যবস্থা

কোনো ব্যাংক মারাত্মক সংকটে পড়লে সাধারণ দেউলিয়া আইনের পরিবর্তে বিশেষভাবে পুনর্গঠন বা অবসানের প্রক্রিয়াকে Bank Resolution বলে। এর উপকরণ হলো Bridge Bank, সম্পদ ও দায় হস্তান্তর, Bail-in, Merger এবং লাইসেন্স বাতিল। প্রধান লক্ষ্য হলো আমানতকারী ও আর্থিক ব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখা।

১৯. Deposit Protection Act, 2026

এই আইনের উদ্দেশ্য ব্যাংক ব্যর্থ হলে ক্ষুদ্র আমানতকারীদের নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত অর্থ ফেরত দেওয়া। সুরক্ষার সীমা সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে। এটি আমানতকারীর আস্থা বাড়ায়; তবে বড় আমানতের পুরো অর্থ নিশ্চিত করে না। ব্যাংকগুলো প্রিমিয়াম দিয়ে Deposit Protection Fund গঠন করে। [বাংলাদেশ ব্যাংক](#)

২০. Asset Quality Review বা AQR

AQR হলো স্বাধীনভাবে ব্যাংকের ঋণ ও অন্যান্য সম্পদের প্রকৃত মান যাচাই। এতে গোপন খেলাপি ঋণ, অতিমূল্যায়িত জামানত, Evergreening ও প্রয়োজনীয় প্রভিশন শনাক্ত করা হয়। AQR-এর পরে ব্যাংকের প্রকৃত মূলধন ঘাটতি ও পুনর্গঠনের প্রয়োজন বোঝা যায়।

২১. Rescheduling, Restructuring ও Write-off

Rescheduling হলো ঋণ পরিশোধের সময়সূচি পরিবর্তন। Restructuring-এ সময়, সুদ, কিস্তি বা ঋণের অন্যান্য শর্ত পরিবর্তন করা হয়। Write-off হলো দীর্ঘদিন অনাদায়ী ঋণ হিসাবের মূল অংশ থেকে আলাদা করা; এটি ঋণ মওকুফ নয় এবং আদায় কার্যক্রম চলতে থাকে।

২২. ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং

ঋণ পরিশোধের অবস্থা অনুযায়ী Standard, SMA, Substandard, Doubtful ও Bad/Loss শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। সম্ভাব্য ক্ষতি মোকাবিলায় ব্যাংক আয়ের অংশ থেকে Provision সংরক্ষণ করে। সঠিক শ্রেণিকরণ ব্যাংকের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা প্রকাশ করে।

২৩. IFRS 9 ও Expected Credit Loss

IFRS 9 অনুযায়ী ঋণ খেলাপি হওয়ার পর নয়, বরং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ক্ষতি বিবেচনায় আগেই প্রভিশন রাখতে হয়। Stage 1-এ ১২ মাসের Expected Credit Loss এবং Stage 2 ও 3-এ Lifetime Expected Credit Loss হিসাব করা হয়। এতে ব্যাংকের ঝুঁকি আগে শনাক্ত হয়।

২৪. Risk-Based Supervision

Risk-Based Supervision-এ সব ব্যাংককে একইভাবে তদারকি না করে যে ব্যাংক বা খাতে ঝুঁকি বেশি, সেখানে বেশি নজর দেওয়া হয়। Credit, Liquidity, Market, Operational ও Governance Risk বিবেচনা করা হয়। এতে সমস্যা বড় হওয়ার আগেই নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

২৫. Basel III

Basel III হলো ব্যাংকের মূলধন, তারল্য ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আন্তর্জাতিক মান। এতে Common Equity Tier-1, Capital Conservation Buffer, Leverage Ratio, LCR ও NSFR রয়েছে। উদ্দেশ্য হলো আর্থিক সংকটেও ব্যাংকের ক্ষতি সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ানো।

২৬. Capital Adequacy Ratio

ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় ব্যাংকের গ্রহণযোগ্য মূলধনের অনুপাতকে CRAR বা CAR বলে।

$$CRAR = \frac{\text{Eligible Regulatory Capital}}{\text{Risk Weighted Assets}} \times 100$$

অনুপাত যত শক্তিশালী হবে, অপ্রত্যাশিত ক্ষতি মোকাবিলায় ব্যাংকের সক্ষমতা তত বেশি হবে।

২৭. LCR ও NSFR

Liquidity Coverage Ratio বা LCR দিয়ে ব্যাংক ৩০ দিনের সংকট মোকাবিলায় পর্যাপ্ত উচ্চমানের তরল সম্পদ রাখছে কি না দেখা হয়। Net Stable Funding Ratio বা NSFR দিয়ে এক বছরের জন্য স্থিতিশীল অর্থায়ন আছে কি না দেখা হয়। উভয়ই Basel III-এর অংশ।

২৮. Asset-Liability Management

ALM হলো ব্যাংকের সম্পদ ও দায়ের মেয়াদ, সুদহার ও মুদ্রার সামঞ্জস্য ব্যবস্থাপনা। স্বল্পমেয়াদি আমানত দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ অতিরিক্ত অর্থায়ন করলে Maturity Mismatch হয়। ALCO সাধারণত ব্যাংকের ALM তদারকি করে।

২৯. Stress Testing

Stress Testing-এ খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি, আমানত প্রত্যাহার, সুদহার বৃদ্ধি বা বিনিময় হার পরিবর্তনের মতো কাল্পনিক সংকট তৈরি করে ব্যাংকের সক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়। ফলাফলের মাধ্যমে অতিরিক্ত মূলধন বা তারল্যের প্রয়োজন চিহ্নিত হয়।

৩০. CAMELS Rating

CAMELS-এর পূর্ণরূপ হলো Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity এবং Sensitivity to Market Risk। এই ছয়টি বিষয়ের ভিত্তিতে ব্যাংকের সামগ্রিক স্বাস্থ্য মূল্যায়ন করা হয়। খারাপ রেটিং পাওয়া ব্যাংককে নিবিড় তদারকিতে আনা হয়।

৩১. ব্যাংকের করপোরেট গভর্ন্যান্স

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ নীতি নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা তদারকি করে; MD/CEO দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। পরিচালক যেন ব্যক্তিগত বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে ব্যাংকের অর্থ ব্যবহার করতে না পারেন, তা নিশ্চিত করাই সুশাসনের মূল লক্ষ্য।

৩২. ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি

ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ না দিলে, ঋণের অর্থ অন্য খাতে ব্যবহার করলে বা জামানত সরিয়ে ফেললে তাকে Wilful Defaulter বলা হয়। এ ধরনের ব্যক্তির নতুন ঋণ, বিদেশযাত্রা ও কোম্পানি পরিচালনায় বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে।

৩৩. Credit Information Bureau

CIB বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি কেন্দ্রীয় ঋণতথ্যভান্ডার। এতে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ঋণ, দায় ও খেলাপি অবস্থার তথ্য থাকে। নতুন ঋণ দেওয়ার আগে ব্যাংক CIB রিপোর্ট যাচাই করে। তবে CIB রিপোর্ট ভালো হলেই ঋণ অনুমোদন নিশ্চিত হয় না।

৩৪. Internal Credit Risk Rating

ICRR-এর মাধ্যমে ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থা, ব্যবসায়িক ঝুঁকি, ব্যবস্থাপনা, নগদ প্রবাহ ও জামানত বিবেচনা করে ঝুঁকি নির্ধারণ করা হয়। ভালো রেটিং হলে ঋণ অনুমোদনের সম্ভাবনা বাড়ে। এটি CIB-এর চেয়ে বিস্তৃত মূল্যায়ন।

৩৫. Interest Spread

ব্যাংকের ঋণের গড় সুদহার ও আমানতের গড় সুদহারের পার্থক্য হলো Interest Spread।

$$\text{Spread} = \text{Average Lending Rate} - \text{Average Deposit Rate}$$

পরিচালন ব্যয়, খেলাপি ঋণ ও ঝুঁকি বেশি হলে Spread বাড়তে পারে।

৩৬. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রাজনৈতিক চাপমুক্তভাবে সুদহার, মুদ্রা সরবরাহ ও ব্যাংক তদারকির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে Central Bank Independence বলে। তবে স্বাধীনতার পাশাপাশি সংসদ, সরকার ও জনগণের কাছে জবাবদিহিও থাকতে হয়।

৩৭. Lender of Last Resort

কোনো ভালো কিন্তু সাময়িক তারল্যসংকটে থাকা ব্যাংক অন্য উৎস থেকে অর্থ না পেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জরুরি ঋণ দেয়। এটিকে Lender of Last Resort বলা হয়। সহায়তা সাধারণত উচ্চ সুদ ও গ্রহণযোগ্য জামানতের বিপরীতে দেওয়া হয়।

৩৮. তফসিলি ও অ-তফসিলি ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডারের নির্ধারিত তফসিলে অন্তর্ভুক্ত ব্যাংক হলো Scheduled Bank। এগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্লিয়ারিং, পুনঃঅর্থায়ন ও অন্যান্য সুবিধা পায় এবং CRR-SLR মানতে হয়। Non-scheduled bank-এর কার্যক্রম ও সুবিধা তুলনামূলক সীমিত।

৩৯. NBFIs খাতের সমস্যা

NBFI ব্যাংকের মতো চাহিবামাত্র আমানত গ্রহণ বা চেক ইস্যু করতে পারে না। মেয়াদি আমানত, লিজিং ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন তাদের প্রধান কাজ। সম্পদ-দায়ের মেয়াদ অসামঞ্জস্য, খেলাপি ঋণ, সুশাসনের অভাব ও ব্যাংকনির্ভর অর্থায়ন এই খাতের সমস্যা।

৪০. ব্যাংকের বিভিন্ন ধরন

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকের মালিক সরকার; বেসরকারি ব্যাংকের মালিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান; বিদেশি ব্যাংক বিদেশে নিবন্ধিত ব্যাংকের শাখা; বিশেষায়িত ব্যাংক কৃষি বা প্রবাসী কল্যাণের মতো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকের মালিকানা ও ব্যবসায়িক লক্ষ্য আলাদা।

৪১. Bangladesh Bank Order, 1972

এই আদেশের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো মুদ্রা ইস্যু, মুদ্রানীতি প্রণয়ন, ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা এবং সরকারের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করা।

৪২. Bank Company Act, 1991

আইনটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স, পরিচালনা পর্ষদ, মূলধন, ঋণসীমা, হিসাব, পরিদর্শন ও দুর্বল ব্যাংকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান দেয়। বাংলাদেশ ব্যাংক এই আইনের অধীনে বাণিজ্যিক ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে।

৪৩. Negotiable Instruments Act, 1881

এই আইনের প্রধান দলিল হলো Promissory Note, Bill of Exchange ও Cheque। এগুলো নির্দিষ্ট শর্তে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা যায়। Cheque Dishonour ও Endorsement এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ ভাইভা টপিক।

৪৪. অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য অর্থঋণ আদালতে মামলা করে। আদালত জামানত বিক্রি এবং ঋণগ্রহীতার সম্পদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন। দীর্ঘসূত্রতা, আপিল ও সম্পদ শনাক্তকরণ ঋণ আদায়ের বড় সমস্যা।

৪৫. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ

অপরাধ থেকে অর্জিত অর্থের উৎস গোপন করে বৈধ দেখানোর প্রক্রিয়া হলো Money Laundering। এর তিন ধাপ Placement, Layering ও Integration। ব্যাংককে KYC, লেনদেন পর্যবেক্ষণ এবং সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট করতে হয়।

৪৬. সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ

বৈধ বা অবৈধ অর্থ সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সংগঠনের কাজে ব্যবহার করাকে Terrorist Financing বলে। অর্থের উৎস বৈধ হলেও ব্যবহার অবৈধ হতে পারে। ব্যাংককে নিষেধাজ্ঞার তালিকা পরীক্ষা, হিসাব জব্দ এবং BFIU-কে রিপোর্ট করতে হয়।

৪৭. Bangladesh Financial Intelligence Unit

BFIU হলো মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নবিরোধী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সংস্থা। এটি ব্যাংক ও অন্যান্য রিপোর্টিং প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজন হলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় পাঠায়। এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে কার্যকরী স্বাধীনতা নিয়ে পরিচালিত হয়।

৪৮. AML ও CFT

AML অর্থ Anti-Money Laundering এবং CFT অর্থ Combating the Financing of Terrorism। প্রতিষ্ঠানের AML/CFT ব্যবস্থায় গ্রাহক যাচাই, ঝুঁকিভিত্তিক পর্যবেক্ষণ, রেকর্ড সংরক্ষণ, কর্মী প্রশিক্ষণ ও সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং অন্তর্ভুক্ত।

৪৯. KYC ও e-KYC

KYC-এর মাধ্যমে গ্রাহকের নাম, পরিচয়, ঠিকানা, পেশা, অর্থের উৎস ও লেনদেনের উদ্দেশ্য যাচাই করা হয়। e-KYC-তে NID, ছবি, বায়োমেট্রিক বা ডিজিটাল তথ্য ব্যবহার করে দূরবর্তীভাবে গ্রাহক শনাক্ত করা হয়। ২০২৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক হালনাগাদ e-KYC নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে।

৫০. Beneficial Owner

কোম্পানির নামে হিসাব থাকলেও যে ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ বা আর্থিক সুবিধা ভোগ করেন, তিনি Beneficial Owner। Shell Company ব্যবহার করে অর্থ পাচার ঠেকাতে প্রকৃত মালিক শনাক্ত করা জরুরি।

৫১. Politically Exposed Person

উচ্চ রাজনৈতিক বা সরকারি পদে থাকা ব্যক্তি, তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিবার ও সহযোগীকে PEP হিসেবে বিবেচনা করা হয়। PEP হওয়া অপরাধ নয়; তবে দুর্নীতির ঝুঁকি বেশি হওয়ায় Enhanced Due Diligence, অর্থের উৎস যাচাই ও উচ্চ ব্যবস্থাপনার অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

৫২. STR, SAR ও CTR

STR হলো Suspicious Transaction Report এবং SAR হলো Suspicious Activity Report। সন্দেহজনক লেনদেন সম্পন্ন না হলেও SAR করা যায়। CTR হলো নির্ধারিত সীমার বেশি নগদ লেনদেনের প্রতিবেদন। রিপোর্ট সরাসরি গ্রাহককে জানানো যাবে না; একে Tipping-off নিষেধাজ্ঞা বলা হয়।

৫৩. FATF ও APG

FATF মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ করে। APG হলো এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের FATF-ধাঁচের সংগঠন। Grey List-এ গেলে আন্তর্জাতিক লেনদেন ব্যয় ও বিদেশি ব্যাংকের যাচাই বৃদ্ধি পায়।

৫৪. Targeted Financial Sanctions

জাতিসংঘ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তালিকাভুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব ও অর্থনৈতিক সম্পদ দ্রুত জব্দ করার ব্যবস্থাকে Targeted Financial Sanctions বলে। এখানে অর্থের পরিমাণের চেয়ে নাম ও পরিচয়ের মিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৫৫. গ্রাহকসেবা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা

ব্যাংককে স্বচ্ছ চার্জ, সঠিক তথ্য, গ্রাহকের গোপনীয়তা ও দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হয়। প্রথমে শাখা, পরে ব্যাংকের অভিযোগ সেল এবং সমাধান না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রাহক অভিযোগ ব্যবস্থায় অভিযোগ করা যায়।

৫৬. ব্যাংকিং খাতে সাইবার নিরাপত্তা

ব্যাংকের Core Banking, Card, Mobile App ও Payment System সাইবার হামলার লক্ষ্য হতে পারে। Firewall, Encryption, Multi-Factor Authentication, Access Control, Security Monitoring ও নিয়মিত Audit নিরাপত্তার প্রধান উপায়।

৫৭. Phishing, Smishing ও Vishing

ই-মেইলের মাধ্যমে তথ্য চুরি হলো Phishing, SMS-এর মাধ্যমে Smishing এবং ফোনকলের মাধ্যমে Vishing। ব্যাংক কখনো ফোনে PIN, OTP বা পূর্ণ Password চাইবে না। সন্দেহজনক Link ও App এড়িয়ে চলা উচিত।

৫৮. AI ও Deepfake প্রতারণা

AI দিয়ে গ্রাহক বা কর্মকর্তার নকল কণ্ঠ, ছবি বা ভিডিও তৈরি করে অর্থ স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়া যায়। শুধু কণ্ঠ বা ভিডিওর ওপর নির্ভর না করে Callback Verification, Transaction Limit ও Multi-level Approval ব্যবহার করা প্রয়োজন।

৫৯. Core Banking ও Disaster Recovery

Core Banking System-এর মাধ্যমে যেকোনো শাখা থেকে গ্রাহকের কেন্দ্রীয় হিসাব ব্যবহার করা যায়। Primary Data Centre ক্ষতিগ্রস্ত হলে Disaster Recovery Site থেকে কার্যক্রম চালানো হয়। নিয়মিত Backup ও DR Drill জরুরি।

৬০. Digital Bank

ডিজিটাল ব্যাংক মূলত শাখাবিহীন বা সীমিত শাখায় App ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা দেয়। বাংলাদেশের Digital Bank Guidelines Version 2-এ লাইসেন্স, মূলধন, প্রযুক্তি, গ্রাহক সুরক্ষা ও সাইবার নিরাপত্তার শর্ত রয়েছে।

৬১. Mobile Financial Services

MFS-এর মাধ্যমে মোবাইল হিসাব ব্যবহার করে Cash-in, Cash-out, Send Money, Bill Payment ও Merchant Payment করা যায়। বাংলাদেশে এটি ব্যাংক-নেতৃত্বাধীন মডেলে পরিচালিত হয়। MFS হিসাব সাধারণ ব্যাংক হিসাবের সমান নয়।

৬২. Agent Banking

ব্যাংকের অনুমোদিত এজেন্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে দূরবর্তী এলাকায় হিসাব খোলা, জমা, উত্তোলন, রেমিট্যান্স ও বিল পরিশোধের সেবা দেয়। এজেন্ট ব্যাংকের কর্মচারী বা শাখা নয়; গ্রাহকের অর্থ ও লেনদেনের দায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের।

৬৩. BD-RTGS

Real Time Gross Settlement-এ প্রতিটি লেনদেন আলাদাভাবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তি হয়। এটি প্রধানত বড় অঙ্কের জরুরি আন্তঃব্যাংক লেনদেনে ব্যবহৃত হয়। Settlement Final হওয়ায় লেনদেন সাধারণত ফেরত নেওয়া যায় না।

৬৪. BEFTN

Bangladesh Electronic Funds Transfer Network-এ লেনদেনগুলো একসঙ্গে Batch আকারে নিষ্পত্তি হয়। বেতন, ভাতা, Dividend ও সাধারণ Fund Transfer-এ এটি ব্যবহৃত হয়। এটি RTGS-এর মতো প্রতিটি লেনদেন তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তি করে না।

৬৫. NPSB

National Payment Switch Bangladesh বিভিন্ন ব্যাংকের ATM, POS, Internet Banking ও Card Transaction পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে। এর ফলে এক ব্যাংকের কার্ড অন্য ব্যাংকের ATM বা POS-এ ব্যবহার করা যায়।

৬৬. Bangla QR

Bangla QR হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত একটি অভিন্ন QR পেমেন্ট ব্যবস্থা। একটি QR Code ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যাংক বা MFS প্রতিষ্ঠানের App থেকে ব্যবসায়ীকে অর্থ দেওয়া যায়। এতে ছোট ব্যবসায় ডিজিটাল পেমেন্ট গ্রহণ সহজ হয়।

৬৭. Interoperable Payment System

Interoperability হলো এক ব্যাংক, MFS বা Payment Platform থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকের হিসাবে সরাসরি অর্থ পাঠানোর সক্ষমতা। এতে পৃথক Cash-out ও Cash-in-এর প্রয়োজন কমে এবং লেনদেন ব্যয় হ্রাস পায়।

৬৮. PSO ও PSP

PSO বা Payment System Operator পেমেন্ট অবকাঠামো পরিচালনা করে কিন্তু সাধারণত গ্রাহকের অর্থ ধরে রাখে না। PSP বা Payment Service Provider গ্রাহককে Wallet বা Payment Account-এর মতো সেবা দিতে পারে। উভয়কেই বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন নিতে হয়।

৬৯. বিভিন্ন ধরনের কার্ড

Debit Card-এ নিজের হিসাবে থাকা অর্থ ব্যবহৃত হয়। Credit Card-এ ব্যাংকের অনুমোদিত ঋণসীমা ব্যবহার করা হয়। Prepaid Card-এ আগে অর্থ ভরতে হয়। Contactless Card NFC প্রযুক্তিতে Tap করে লেনদেন করতে পারে।

৭০. ক্রেডিট কার্ড ও ভোক্তা ঋণ নীতি

হালনাগাদ নীতিতে জামানতবিহীন ক্রেডিট কার্ড সীমা সর্বোচ্চ ২০ লাখ এবং জামানতযুক্ত সীমা ৪০ লাখ টাকা পর্যন্ত করা হয়েছে। সর্বোচ্চ সুদহার ২৫%। ঋণ দেওয়ার আগে গ্রাহকের আয়, CIB, repayment capacity ও ঋণ-আয় অনুপাত যাচাই করতে হয়।

৭১. e-Loan

e-Loan-এ গ্রাহক ডিজিটালভাবে আবেদন, KYC, তথ্য জমা এবং ঋণ অনুমোদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। Alternative Data ও Automated Credit Scoring ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে গ্রাহকের সম্মতি, তথ্যের গোপনীয়তা ও অতিরিক্ত ঋণগ্রস্ততার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ জরুরি।

৭২. Central Bank Digital Currency

CBDC হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যু করা জাতীয় মুদ্রার ডিজিটাল রূপ। এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সরাসরি দায়; MFS Balance বাণিজ্যিক ব্যাংক বা সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের দায়। CBDC পেমেন্ট ব্যয় কমাতে পারে, তবে গোপনীয়তা ও সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি আছে।

৭৩. FinTech

Financial Technology বা FinTech হলো প্রযুক্তিনির্ভর আর্থিক সেবা। Mobile Banking, Digital Lending, Robo-advisory, InsurTech ও Blockchain এর উদাহরণ। এটি সেবা দ্রুত ও সস্তা করে; তবে তথ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

৭৪. RegTech ও SupTech

RegTech হলো প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকের Regulatory Compliance সহজ করা। SupTech হলো নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রযুক্তিনির্ভর তদারকি। স্বয়ংক্রিয় রিপোর্টিং, AML Monitoring ও Data Analytics এর উদাহরণ।

৭৫. Open Banking ও API Banking

Open Banking-এ গ্রাহকের সম্মতিতে বিভিন্ন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান API-এর মাধ্যমে ব্যাংক হিসাবের নির্দিষ্ট তথ্য ব্যবহার করে। এতে নতুন আর্থিক সেবা ও প্রতিযোগিতা বাড়ে। তবে Consent, Data Privacy ও Cybersecurity নিশ্চিত করতে হয়।

৭৬. Financial Inclusion

দরিদ্র, নারী, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকে সাশ্রয়ী ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনা হলো Financial Inclusion। Agent Banking, MFS, No-frill Account ও School Banking এর প্রধান মাধ্যম।

৭৭. School Banking

১৮ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীর জন্য অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে School Banking Account খোলা হয়। সাধারণত ন্যূনতম জমা, কম চার্জ ও সহজ শর্ত থাকে। এর উদ্দেশ্য ছোটবেলা থেকে সঞ্চয়ের অভ্যাস ও আর্থিক শিক্ষা তৈরি করা।

৭৮. CMSME ও Startup Financing

CMSME অর্থ Cottage, Micro, Small and Medium Enterprise। কর্মসংস্থান ও উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ হলেও জামানত ও আর্থিক বিবরণীর অভাবে তারা ঋণ পেতে সমস্যায় পড়ে। Credit Guarantee, Refinance Scheme ও Cash-flow-based Lending সমাধান হতে পারে।

৭৯. কৃষি ও পল্লিঋণ

কৃষি ঋণ ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও কৃষিযন্ত্রে দেওয়া হয়। এটি খাদ্যনিরাপত্তা, গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। সময়মতো ঋণ বিতরণ এবং প্রকৃত কৃষক নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ।

৮০. নারী উদ্যোক্তা অর্থায়ন

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন, কম জামানতের ঋণ, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শের ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থায়নের পাশাপাশি বাজার, ডিজিটাল দক্ষতা ও ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৮১. Green Banking

ব্যাংকের নিজস্ব কার্যক্রমে কাগজ, বিদ্যুৎ ও কার্বন ব্যবহার কমানো এবং পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে ঋণ দেওয়াকে Green Banking বলে। Solar Energy, Effluent Treatment Plant ও Energy-efficient Technology সবুজ অর্থায়নের উদাহরণ।

৮২. Sustainable Finance ও ESG

Sustainable Finance-এ আর্থিক লাভের পাশাপাশি Environment, Social এবং Governance বিষয় বিবেচনা করা হয়। শিশু শ্রম, দূষণ বা জমি দখলের ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্প লাভজনক হলেও অর্থায়নের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

৮৩. Climate Risk in Banking

বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা তাপপ্রবাহে ঋণগ্রহীতার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি হলো Physical Risk। কার্বননির্ভর শিল্প থেকে সবুজ অর্থনীতিতে যাওয়ার সময় প্রযুক্তি, আইন ও বাজার পরিবর্তনের ঝুঁকি হলো Transition Risk।

৮৪. ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ভিত্তি

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে নির্ধারিত সুদের পরিবর্তে সম্পদ, বাণিজ্য, ভাড়া বা অংশীদারত্বভিত্তিক লেনদেন হয়। Riba, Gharar ও Maisir পরিহার করা হয়। তবে ইসলামী ব্যাংকও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিয়ম মেনে চলে।

৮৫. ইসলামী অর্থায়নের প্রধান পদ্ধতি

- **মুরাবাহা:** ক্রয়মূল্যের সঙ্গে মুনাফা যোগ করে বিক্রি।
- **মুদারাবা:** এক পক্ষ মূলধন ও অন্য পক্ষ শ্রম বা ব্যবস্থাপনা দেয়।
- **মুশারাকা:** উভয় পক্ষ মূলধন দেয় এবং লাভ-লোকসান ভাগ করে।
- **ইজারা:** ভাড়াভিত্তিক অর্থায়ন।
- **বাই-মুয়াজ্জাল:** বাকিতে পণ্য বিক্রি।

৮৬. সুকুক

সুকুক হলো বাস্তব সম্পদ বা প্রকল্পে মালিকানার অংশ নির্দেশকারী শরিয়াহসম্মত বিনিয়োগ সনদ। প্রচলিত বন্ডে সুদের বিনিময়ে ঋণ দেওয়া হয়; সুকুকে সম্পদ থেকে অর্জিত আয় বিনিয়োগকারীকে দেওয়া হয়।

৮৭. শরিয়াহ গভর্ন্যান্স

ইসলামী ব্যাংকের পণ্য ও বিনিয়োগ শরিয়াহসম্মত কি না তা শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি পর্যবেক্ষণ করে। Shariah Audit, Income Purification ও Product Approval গুরুত্বপূর্ণ। তারল্যসংকটে শরিয়াহসম্মত Mudarabah Liquidity Support ব্যবহার করা যেতে পারে।

৮৮. Tax-GDP Ratio

দেশের মোট কর রাজস্বকে জিডিপি শতকরা হিসাবে প্রকাশ করাই Tax-GDP Ratio। বাংলাদেশে অনুপাত তুলনামূলক কম। সংকীর্ণ করভিত্তি, কর ফাঁকি, অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি ও দুর্বল প্রশাসন এর কারণ। করভিত্তি সম্প্রসারণ ও অটোমেশন প্রয়োজন।

৮৯. সরকারি ব্যাংকঋণ ও Crowding-out

সরকার বাজেট ঘাটতি মেটাতে ব্যাংক থেকে বেশি ঋণ নিলে বেসরকারি খাতের জন্য অর্থের প্রাপ্যতা কমে বা সুদহার বাড়তে পারে। এটিকে Crowding-out Effect বলে। তবে অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত তারল্য থাকলে প্রভাব সীমিত হতে পারে।

৯০. Treasury Bill, Bond ও Yield Curve

Treasury Bill হলো এক বছরের কম মেয়াদি সরকারি ঋণপত্র এবং Treasury Bond দীর্ঘমেয়াদি। Yield Curve বিভিন্ন মেয়াদের সরকারি ঋণপত্রের সুদহার দেখায়। স্বাভাবিক অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি Yield স্বল্পমেয়াদির চেয়ে বেশি থাকে।

৯১. জাতীয় সঞ্চয়পত্র

সঞ্চয়পত্র সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণ সংগ্রহের একটি মাধ্যম। এটি ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীকে নিরাপদ বিনিয়োগ দেয়। সুদহার ব্যাংক আমানতের চেয়ে বেশি হলে ব্যাংক থেকে আমানত সঞ্চয়পত্রে চলে যেতে পারে এবং সরকারের সুদ ব্যয় বাড়ে।

৯২. বাংলাদেশের LDC উত্তরণ

LDC থেকে উত্তরণ বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বীকৃতি; তবে শুষ্কমুক্ত রপ্তানি ও কিছু আন্তর্জাতিক সুবিধা কমতে পারে। ব্যাংককে Trade Finance, Compliance, Productivity ও নতুন বাজার অনুসন্ধান রপ্তানিকারকদের সহায়তা করতে হবে।

৯৩. পোশাক রপ্তানি ও যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক

২০২৬ সালের সমঝোতায় বাংলাদেশি পণ্যের ওপর মার্কিন পাল্টা শুল্ক ১৯% নির্ধারিত হয়েছে। মার্কিন তুলা বা তন্তু ব্যবহারকারী নির্দিষ্ট পোশাক অতিরিক্ত সুবিধা পেতে পারে। এতে Rules of Origin, Traceability ও শ্রমমান গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। [Reuters](#)

৯৪. EU Carbon Border Adjustment Mechanism

CBAM-এর অধীনে ইউরোপীয় ইউনিয়নে আমদানি করা নির্দিষ্ট কার্বনঘন পণ্যের Embedded Emission-এর জন্য মূল্য দিতে হয়। ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে এর চূড়ান্ত পর্যায় কার্যকর হয়েছে। বাংলাদেশের লোহা, ইস্পাত, সিমেন্ট এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য রপ্তানি খাতকে কার্বন হিসাব ও সবুজ উৎপাদন বাড়াতে হবে। [ইউরোপীয় কমিশন](#)

৯৫. মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত ও বাংলাদেশের অর্থনীতি

মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বাড়লে তেল, LNG, সার, জাহাজভাড়া ও বিমা ব্যয় বাড়তে পারে। হরমুজ প্রণালিতে বাধা সৃষ্টি হলে বাংলাদেশের আমদানি ব্যয়, মূল্যস্ফীতি ও রিজার্ভের ওপর চাপ পড়ে। অন্যদিকে প্রবাসীদের কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্সও ঝুঁকিতে পড়ে।

৯৬. Federal Reserve ও De-dollarisation

যুক্তরাষ্ট্রের Federal Reserve সুদহার বাড়লে ডলার শক্তিশালী হয় এবং উন্নয়নশীল দেশ থেকে মূলধন বের হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। এতে বাংলাদেশের আমদানি ও ঋণ পরিশোধ ব্যয় বাড়তে পারে। ডলারের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে অন্য মুদ্রায় বাণিজ্য বাড়ানোর প্রবণতাকে De-dollarisation বলে।

৯৭. IMF, World Bank, ADB, WTO ও AIIB

- **IMF:** BOP সংকট ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় ঋণ দেয়।
- **World Bank:** দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসে অর্থায়ন করে।
- **ADB:** এশিয়ার অবকাঠামো ও উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণ দেয়।
- **WTO:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ম পরিচালনা করে।
- **AIIB:** প্রধানত অবকাঠামো ও আঞ্চলিক সংযোগে অর্থায়ন করে।

৯৮. সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পরিচিতি

যে ব্যাংকের ভাইভা দেবেন, তার প্রতিষ্ঠাবর্ষ, মালিকানা, চেয়ারম্যান, MD/CEO, প্রধান কার্যালয়, শাখা ও উপশাখা, Agent Banking, MFS, Mobile App, আমানত-ঋণ পণ্য, ইসলামী উইন্ডো এবং সর্বশেষ আর্থিক প্রতিবেদন জানতে হবে। সাম্প্রতিক পুরস্কার, মুনাফা, NPL ও নতুন সেবাও পড়বেন।

৯৯. শাখা পরিচালনা ও ব্যাংকিং পণ্য

শাখায় Account Opening, Cash, Clearing, Remittance, Credit, Foreign Exchange ও Customer Service বিভাগ থাকে। Savings, Current, Fixed Deposit, DPS, SME Loan, Consumer Loan, LC, Bank Guarantee ও Remittance প্রধান পণ্য। Front Office গ্রাহকের সঙ্গে সরাসরি এবং Back Office যাচাই ও হিসাবের কাজ করে।

১০০. ব্যক্তিগত ও পরিস্থিতিভিত্তিক প্রশ্ন

ব্যাংক ভাইভায় শুধু জ্ঞান নয়, সততা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণও পরীক্ষা করা হয়। যেমন—ঋণ দিতে রাজনৈতিক চাপ এলে নীতিমালা অনুসরণ করবেন; সন্দেহজনক লেনদেন সরাসরি গ্রাহককে না জানিয়ে Compliance বিভাগে রিপোর্ট করবেন; অতিরিক্ত টাকা পেলে ফেরত দেবেন; ভুল হলে গোপন না করে দ্রুত কর্তৃপক্ষকে জানাবেন।

সবচেয়ে বেশি অনুশীলন করবেন:

- কেন ব্যাংকার হতে চান?
- কেন এই ব্যাংকে কাজ করতে চান?
- গ্রাহক রাগ করলে কীভাবে সামলাবেন?
- জাল নোট পেলে কী করবেন?
- সহকর্মী অনিয়ম করলে কী করবেন?
- অন্য জেলায় পোস্টিং হলে যোগ দেবেন কি?
- বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা ও নৈতিকতার মধ্যে ভারসাম্য কীভাবে রাখবেন?
- আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা ব্যাংকিংয়ে কীভাবে কাজে লাগবে?

নিচে ভাইভায় বলার উপযোগী, স্বাভাবিক ও পেশাদার নমুনা উত্তর দেওয়া হলো। নিজের ভাষায় সামান্য পরিবর্তন করে বলবেন।

১. কেন ব্যাংকার হতে চান?

ব্যাংকিং এমন একটি পেশা যেখানে দায়িত্বশীলতা, বিশ্লেষণী দক্ষতা, প্রযুক্তি এবং গ্রাহকসেবা—সবকিছু একসঙ্গে কাজে লাগানোর সুযোগ রয়েছে। ব্যাংক দেশের সমগ্র সংগ্রহ করে তা উৎপাদন, ব্যবসা ও কর্মসংস্থানে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমি এমন একটি পেশায় কাজ করতে চাই যেখানে নিজের দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের আর্থিক প্রয়োজন পূরণ ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা যায়। এ কারণেই ব্যাংকিংকে দীর্ঘমেয়াদি পেশা হিসেবে বেছে নিতে চাই।

২. কেন এই ব্যাংকে কাজ করতে চান?

এই ব্যাংকের সুনাম, সুশাসন, গ্রাহকসেবার মান, প্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রম এবং পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ আমাকে আকৃষ্ট করেছে। ব্যাংকটি প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি ডিজিটাল সেবা, এসএমই অর্থায়ন ও আর্থিক

অন্তর্ভুক্তিতে কাজ করছে। আমার দক্ষতা ও আগ্রহ এই ব্যাংকের কার্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করি। এখানে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখতে এবং নিজেকে দক্ষ ব্যাংকার হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

ভাইভার আগে নির্দিষ্ট ব্যাংকের দুটি বিশেষ অর্জন বা সেবার নাম এই উত্তরে যুক্ত করবেন।

৩. গ্রাহক রাগ করলে কীভাবে সামলাবেন?

প্রথমে শান্ত থেকে গ্রাহকের কথা বাধা না দিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনব এবং তাঁর অসুবিধার জন্য আন্তরিকতা প্রকাশ করব। এরপর তথ্য ও নথি যাচাই করে সমস্যার কারণ সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলব। আমার এখতিয়ারের মধ্যে হলে দ্রুত সমাধান করব; না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি পাঠাব। কোনো অবস্থাতেই তর্ক করব না বা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়—এমন প্রতিশ্রুতি দেব না। লক্ষ্য থাকবে ব্যাংকের নিয়ম মেনে গ্রাহককে সম্মানজনক সমাধান দেওয়া।

৪. জাল নোট পেলে কী করবেন?

প্রথমে নোট শনাক্তকারী যন্ত্র এবং নির্ধারিত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দেখে নোটটি পুনরায় যাচাই করব। গ্রাহককে অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত বা তাঁর সঙ্গে তর্ক করব না। নোটটি গ্রাহককে ফেরত না দিয়ে ক্যাশ ইনচার্জ বা শাখা ব্যবস্থাপককে জানাব এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী নোটটি আটক, চিহ্নিত ও রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করব। প্রয়োজনীয় প্রাপ্তিস্বীকার দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন পাঠানোর ব্যবস্থা করব।

৫. সহকর্মী অনিয়ম করলে কী করবেন?

শুধু সন্দেহ বা গুজবের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেব না; প্রথমে বিষয়টির তথ্য ও সত্যতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করব। অনিয়মের গ্রহণযোগ্য প্রমাণ থাকলে বিষয়টি গোপন না করে শাখা ব্যবস্থাপক, Compliance বিভাগ বা Internal Control and Compliance-এর কাছে নির্ধারিত পদ্ধতিতে জানাব। তদন্তের গোপনীয়তা বজায় রাখব এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রচার করব না। সহকর্মীকে রক্ষা করার জন্য অনিয়ম গোপন করা ব্যাংক, গ্রাহক ও নিজের পেশাগত সততার বিরুদ্ধে।

৬. অন্য জেলায় পোস্টিং হলে যোগ দেবেন কি?

জি, অবশ্যই যোগ দেব। ব্যাংকিং একটি বদলিযোগ্য পেশা এবং দেশের যেকোনো অঞ্চলে গ্রাহকসেবা দেওয়া একজন ব্যাংকারের দায়িত্ব। নতুন এলাকায় কাজ করলে ভিন্ন ধরনের গ্রাহক, ব্যবসা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে শেখার সুযোগ পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে নতুন পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব।

৭. বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা ও নৈতিকতার মধ্যে ভারসাম্য কীভাবে রাখবেন?

আমি গ্রাহকের প্রকৃত প্রয়োজন ও পরিশোধক্ষমতা বুঝে উপযুক্ত পণ্য প্রস্তাব করব। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কোনো তথ্য গোপন, অতিরঞ্জিত বা ভুলভাবে উপস্থাপন করব না। সুদহার, চার্জ, ব্লুঁকি ও শর্ত গ্রাহককে স্পষ্টভাবে জানাব এবং KYC, AML ও ঋণ নীতিমালা অনুসরণ করব। নৈতিকভাবে অর্জিত ব্যবসা গ্রাহকের আস্থা ও দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক তৈরি করে—যা শেষ পর্যন্ত ব্যাংকের টেকসই মুনাফা বাড়ায়।

৮. আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা ব্যাংকিংয়ে কীভাবে কাজে লাগবে?

আমার কম্পিউটার সায়েন্স ও সাইবার সিকিউরিটি-সম্পর্কিত শিক্ষা ব্যাংকিংয়ে বিভিন্নভাবে কাজে লাগবে। আমি তথ্য বিশ্লেষণ, ডেটাবেজ, ডিজিটাল পেমেন্ট, সাইবার ঝুঁকি এবং প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধান সম্পর্কে ধারণা রাখি। বর্তমানে ব্যাংকিং কার্যক্রম Core Banking System, Mobile Banking, Card, e-KYC ও অনলাইন লেনদেনের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। আমার প্রযুক্তিগত জ্ঞান ডিজিটাল প্রতারণা শনাক্তকরণ, গ্রাহকের তথ্য সুরক্ষা, কাজের অটোমেশন এবং নিরাপদ ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে আমি সাধারণ ব্যাংকিং ও ঋণ ব্যবস্থাপনার জ্ঞান অর্জন করে প্রযুক্তি ও ব্যাংকিং—দুই ক্ষেত্রের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় করতে চাই।